অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০২৩

Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2023

30 March 2023 ■ Liberation War Museum Auditorium, Agargaon, Dhaka

RMMRU

Refugee and Migratory Movements Research Unit

ACKNOWLEDGEMENT

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) is a centre for evidence-based research and grassroots action. Since 1995 it has been playing a key role in promoting good governance in migration and in establishing the rights of migrant workers through policy advocacy, imparting training and grassroots mobilisation. Besides contributing to the framing of laws and policies and producing about 100 basic researches, RMMRU has been implementing innovative programmes to help migrants accessing justice, promote safe and sustainable migration, and develop migrant and service providers' capacities as well as facilitating reintegration of returnee migrants. The Unit's contribution has had a significant impact on the migration sector in Bangladesh, and its efforts have been recognised nationally and regionally.

As a part of its advocacy initiative, RMMRU has hosted four national level award ceremonies in 2009, 2011, 2018 and 2019 named 'Obhibashon o Shonar Manush Shommilon'. This year RMMRU is organising the Shommilon with a view to recognise the best remittance utilisers and service providers. Their role has been critical in achieving the Sustainable Development Goals and the objectives of Global Compact for Migration as well as for RMMRU to advocate for the declaration of a Migration Decade. At the event RMMRU will especially acknowledge the role of returnee labour migrants who have become entrepreneurs and contributed to the national economy. The holding of the Shommilon has been supported by the British High Commission and the International Organization for Migration (IOM). RMMRU is grateful to the organisations and individuals who have contributed to the success of the event.

The event will bring together a number of stakeholders, including members of parliament, policymakers, economists, academics, migration experts, migrant workers and their family members, journalists, and representatives from CSOs/NGOs/INGOs and development partners. Over the years RMMRU has developed a firm and fruitful collaboration with the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, the Bureau of Manpower Employment and Training, the Wage Earners' Welfare Board, the Expatriates Welfare Desk, the BOESL, the Probashi Kallyan Bank and BAIRA. It has meaningful collaborative relationships with DEMO, TTCs and other stakeholders who are engaged in promoting effective migration management at the grassroots. RMMRU expresses its deep appreciation for their enormous and continuous support.

Members of RMMRU Grievance Management Committee (GMC), Youth Volunteer Group (YVG) and Migrant Rights Protection Committee (MRPC) are playing a major role to provide important services to migrants at the grassroots. RMMRU is thankful to the other migration activists and CSOs for their collaborative efforts for the betterment and well-being of the migrant community. RMMRU's field teams in Tangail, Cumilla, Dhaka have brought forward near about thousand of success stories of returnee migrants. RMMRU thanks them wholeheartedly for upholding numerous examples of positive outcomes of migration. RMMRU highly appreciates the unconditional support of the migrants and their family members for sharing their success stories.

For innovative design and printing of all publication materials, covering the event in print media and managing the event RMMRU extends its thanks to Pathway, the Daily Star and the Innocent Productions respectively. Last but not the least, the team of RMMRU under the leadership of Ms. Marina Sultana relentlessly worked to make the event a success. RMMRU extends special thanks for their diligent efforts in making the Obhibashon O Shonar Manush Shommilon 2023 a success.

Dr. Tasneem Siddiqui
Chairperson

Department of Political Science, University of Dhaka
and
Founding Chair, RMMRU

বাণী

মাননীয় মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালী স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে বিশ্বের বুকে মর্যাদা পেয়েছে। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের মন্ত্রণালয় দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুনির্দিষ্ট নীতি পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বরাবরই প্রবাসী কর্মীদের সামগ্রিক সুরক্ষা ও কল্যাণে অত্যন্ত আন্তরিক। নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়মিত অভিবাসনের জন্য ২০১৬ সালে বাংলাদেশই প্রথম এই 'বৈশ্বিক অভিবাসন কম্পাক্ট' ধারণাটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে উত্থাপন করে। উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গ্রহীত রূপকল্পে 'অভিবাসন' স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়ন আকাঙ্খা বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। এরই ধারাবহিকতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসন খাতকে শক্তিশালী এবং দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিকে দৃঢ় করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা পরবর্তী সংকট কাটিয়ে দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি, ফিরে আসা অভিবাসীদের পূনঃএকত্রীকরণ এবং উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।

দেশের অর্থনীতি যে সকল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে আর মধ্যে অভিবাসীর রেমিটেন্স এবং প্রবাসীর আয় অন্যতম। স্বাধীনতা পরবর্তী যে সকল খাত দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা রেখেছে শ্রম জনশক্তি রফতানি তার মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করেছে। দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি অভিবাসী কর্মীর শ্রমের. অবদান বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে ১১,৩৫,৮৭৩ জন অভিবাসী বিদেশে গিয়েছেন এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে তাঁরা ১,৭৮,৬৩২ কোটি টাকা রেমিটেন্স দেশে পাঠিয়েছেন।

অভিবাসী ও অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/ সংস্থাসমূহকে তাদের এই বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সম্মাননা প্রদানের উদ্দেশ্যে রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) পঞ্চমবারের মত “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০২৩” আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চত হবে।

আমি রামরু'র উদ্যোগ “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০২৩” এর সফলতা কামনা করছি।

ইমরান আহ্‌মদ, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) অভিবাসীর অবদানকে মূল্যায়ন এবং অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে অভিবাসন বান্ধব সেবা প্রদানে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০২৩" আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসন খাত বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২২ সালে ১১,৩৫,৮৭৩ জন বাংলাদেশী কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করেছে যা কোভিড-১৯ পরবর্তী শ্রমবাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিবাসীদের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সর্বদা বদ্ধপরিকর। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নৈতিক অভিবাসনের গুরুত্ব তুলে ধরা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিতে অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্তকরন, সপ্তম এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ এর অভিবাসন এজেন্ডা (১০.৭)-এ অন্তর্ভুক্তিকরণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই মন্ত্রণালয় অভিবাসীদের সেবা প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাসে ২৪ ঘন্টা হটলাইন সেবা, নারী কর্মীদের জন্য সেইফ হোম, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামে কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশী অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে।

রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে প্রবাসীদের অবদান প্রশংসনীয়। অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানে পঞ্চমবারের মতো রামরু আয়োজিত 'অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন' অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রামরু'র এ উদ্যোগের প্রতি আমি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করছি। পরিশেষে, আমি অভিবাসী, তাদের পরিবার এবং তাদের সেবা প্রদানকারী এবং সম্মাননা অর্জনকারীদের প্রতি প্রানঢালা অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি

বাণী

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের স্বল্পোন্নত এলএসডিসি দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত হবার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব বাংলাদেশকে গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ, সামুদ্রিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের সম্মুখে নিয়ে এসেছে।

দেশের উত্তরণে বিশেষভাবে অবদান রেখে চলেছে শ্রম অভিবাসন খাত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অভিবাসী পরিবার ও জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণে অভিবাসীর আয় (রেমিটেন্স) প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। অভিবাসীর অসামান্য এই অবদানকে মূল্যায়ন করা এবং টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশের কাজ করে চলেছে। সমগ্র সমাজ' (Whole of soceiety) কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২৩ অর্জন ও বাস্তবায়ন কে ত্বরান্বিত করার করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বিশ্বের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই অর্জনের মূলধারার অংশ হিসেবে রয়েছে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং শ্রম মুখী জনগণের ভূমিকা বিশেষ করে শ্রম অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অবদান।

অভিবাসীর কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাওয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) অভিবাসীর অবদানকে মূল্যায়ন এবং তাদেরকে সম্মান জানাতে এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে উৎসাহিত করতে পঞ্চম বারের মতো "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন- ২০২৩" আয়োজনের এই উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাই এবং আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি এই আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. শামসুল আলম

বাণী

চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে নিবেদিত হয়ে কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশের সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাঙ্গালি জাতির মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি ফসল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০০৯ সাল থেকে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় মহান সংবিধানের মূলনীতি বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য মানবাধিকার কমিশনের ১২টি থিমেটিক কমিটি রয়েছে যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হলো প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি। এই কমিটির মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকার ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশের অগ্রসরমান উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অভিবাসী কর্মীর অবদান অনস্বীকার্য। রামরু, দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিবাসীর অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠায় নানামুখী কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসীর অবদানকে মূল্যায়ণ এবং তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরুপ রামরু, সফল উদ্যোক্তা অভিবাসী, সফল রেমিটেন্স ব্যবহারকারী অভিবাসীর পরিবার এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থার মাঝে "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০২৩" এর আয়োজনের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সংগ্রামের অন্যতম সংগ্রামী সহযোগী অভিবাসী ভাই-বোনের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আমি রামরু আয়োজিত "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০২৩" এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

বাণী

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

উন্নত জীবন ও সামনে চলার চিরন্তন অভিপ্রায়ে মানুষের কর্মসংস্থান ও অভিবাসন প্রসঙ্গে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উক্তি- "এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়"। বঙ্গবন্ধুর উক্তির পথ ধরে অভিবাসী কর্মীদের অবদানে বাড়ছে আমার দেশের রেমিটেন্স এবং ত্বরান্বিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। প্রতিবছর শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়া কর্মীদের প্রায় অর্ধেক বিদেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। ২০২২ সালে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন ১১,৩৫,৮৭৩ জন বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাঁচ মিলিয়ন নতুন বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে উক্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সুষ্ঠু, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। অভিবাসন খাতের বৃহৎ কর্মযজ্ঞের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সকল উন্নয়ন-সহযোগী সংস্থা, রিক্রুটিং এজেন্সি, সম্মানিত জনপ্রতিনিধিগণের অবদান আমাদের অনুপ্রাণীত করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন ও আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে আমারা দক্ষতা বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ উচ্চতর দক্ষতা ছাড়া আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানো সম্ভব নয়। আমাদের বিশ্বাস Smart Workers Build Smart Bangladesh. Smart অর্থ কাজ জানা, ভাষা জানা, কর্মদেশের কৃষ্টি জানা অর্থৎ Skilled(++). আর Smart হতে পারলে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ হলেও কর্মভূমি হবে বিশ্বময়। আমাদের কর্মীগণ পৃথিবীর নানা প্রান্তে দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করে ও রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অবদান রাখছে। কর্মীগণের অবদানকে জোরদার করতে অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। আর অভিবাসনে সুশাসন একটি যৌথ দায়িত্ব অর্থাৎ Governance in Migration is a Collective Responsibility.

রামরু অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। অভিবাসীর অধিকার সুরক্ষায় গবেষণা, মিডিয়া অ্যাডভোকেসি, প্রশিক্ষণ, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পলিসি অ্যাডভোকেসি করছে সংস্থাটি। এরই ধারাবাহিকতায় সফল অভিবাসী ও অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থাসমূহকে সম্মাননা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫ম বারের মতো "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন- ২০২৩" আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে রামরু। অভিবাসীদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য গৌরবময় স্বাধীনতার মাসে তাৎপর্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করায় রামরু-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অভিবাসনে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ আয়োজনের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা এবং অভিবাসী পরিবারকে মূল্যায়ন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করায় আমি অনুষ্ঠানটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ শহীদুল আলম এনডিসি

Regional Coordinator
Migrant Forum in Asia

We commend the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) for organising the 2023 Obhibashon o Shonar Manush Shommilon. Thank you for recognising the contributions of migrants and their families, especially women members of their families to the national economy and overall development of the country.

We celebrate the enormous contribution that Bangladeshi migrants make through their hard work, skills, and creativity. The contributions of migrants are vast and multifaceted, with their hard work, dedication and creativity supporting the social, economic and cultural foundations of societies around the world. Countries have prospered as migrant workers have built their national infrastructure and fueled the engines of their economies. We also celebrate the contributions of Bangladeshi migrants and their families to the growth of the country.

We congratulate the awardees of the 2023 Obhibashon o Shonar Manush Shommilon. We commend the migrant workers and their families for their hard work and contribution to the development of the country. We also recognise all the services providers for all their efforts in providing support and assistance for migrant workers and members of their families.

While the occasion calls for a celebration, let us also not forget the many migrants who lost their jobs, those who were not paid their salaries and end of service benefits, and the many migrant families that lost their source of income during the pandemic. As the world now slowly begins to recover from the rampage of this deadly virus, it is relevant and vital that governments together with other stakeholders look back at the past three years in order to identify and address the vulnerabilities of migrant workers during the COVID-19 Pandemic. We hope this occasion will also serve as an opportunity to foster collaboration among stakeholders in line with addressing the issues and challenges of migrant workers.

William Gois

RMMRU

চেয়ার

রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ১৯৯৫ সাল থেকে অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। অভিবাসন বিষয়ক একটি অগ্রগামী সংস্থা হিসেবে রামরু'র রয়েছে ১০০টির বেশি মৌলিক গবেষণা। অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসিসহ মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিবাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে সংস্থাটি।

রামরু'র গবেষণার ফলাফল, সুপারিশমালা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন অভিবাসন খাতের নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষত, ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের খসড়া, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক পরিচালনার খসড়া পলিসি এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন; অভিবাসন খাতের সেবার বিকেন্দ্রীকরণ; নারী অভিবাসনে নীতি পরিবর্তনসহ ১৯৯০ সালের কনভেনশন অনুমোদন হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে সংস্থাটি, যা অভিবাসীর অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তৃণমূল পর্যায়ে প্রতারিত অভিবাসী ও তার পরিবারের জন্য দ্রুত আইনি সেবা নিশ্চিতকরণে মেডিয়েশন মডেল প্রতিষ্ঠা, অভিবাসীদের নিরাপদ অভিবাসন, রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা তৈরিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে রামরু।

রামরু সফল অভিবাসী ও অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/ সংস্থাসমূহকে সম্মাননা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫ম বারের মতো "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন- ২০২৩" আয়োজন করেছে। এ পর্যায়ে অভিবাসীর সন্তান ও নারী অভিবাসীর স্বামীকে তাদের ত্যাগের মর্যাদা স্বরুপ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। রামরু বিশ্বাস করে, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সামগ্রিকভাবে অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং অভিবাসনে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমি এ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সফল উদ্যোক্তা, ত্যাগী অভিবাসী পরিবার এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে মূল্যায়ন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের উদ্দেশ্যে "অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন- ২০২৩" আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শাহজাদা এম আকরাম

PROGRAM SCHEDULE

Obhibashon O Shonar Manush Shommilon 2023 | 30 March 2023 ■ Liberation War Museum Auditorium, Agargaon, Dhaka

9.45	**Registration**
10.00	**Guests take seat**
10.15	**Inaugural Session**
	Objectives and Rationale of the Obhibashon O Shonar Manush Shommilon 2023 Marina Sultana, Director Programme, RMMRU
10:20	**Puthi Path & Folk Performance**
	Voices of the Shonar Manush Awardees
10.50	**Speech by Special Guests** • Mr. Md. Salim Reza, Full-time member, National Human Rights Commission • Mr. Ahmed Jamal, Deputy Governor, Bangladesh Bank
	Speech by the Guest of Honour Ms. Mahjabeen Khaled, Former MP, General Secretary, Parliamentarians' Caucus on Migration and Development
	Speech by the Chief Guest Mr. Asaduzzaman Noor, MP Former Minister, Ministry of Cultural Affairs
11.10	**Symposium on Current Issues on Migration:** Moderated by Dr. Tasneem Siddiqui, Founding Chair, RMMRU
	Recommendations and Key Action Points by the Panel Discussants • Reduce untimely death of female migrant workers in destination countries - Md. Salim Reza, Full-time member, National Human Rights Commission • Access to international labour migration as climate change adaptation tool- Professor Neil Adger, University of Exeter • Mobile led solution in remittance transfer- Mr. Kamal Quadir, CEO, Bkash (tbc) • Market-oriented business model for economic reintegration of the returnee migrant workers- Ms. Sonia Shahid, Market Development and Entrepreneurship Expert • Key actions to be pursued by Labour origin countries in the GFMD - Ms. Fathima Nusrath Ghazzali, Deputy Chief of Mission, IOM
12.15	**Parliamentary Debate on Labour Migration** Members of the Jury and address by the Special Guests • Ms. Shaheen Anam, Executive Director, MJF • Mr. Ali Haider, General Secretary, BAIRA • Dr. Abdun Noor Tushar, Ex-President, BDF
13.15	**Break**
13.30	**Music Videos of RMMRU**
14.00	**Concluding Session: Shonar Manush Award Ceremony** Moderated by: Dr. Tasneem Siddiqui, Founding Chair, RMMRU
	Distribution of Awards
	Address by the Special Guests • Mr. Md. Shahidul Alam (ndc), Director General, BMET • Mr. Esoev Abdusattor, Chief of Mission, International Organization for Migration (IOM)
	Address by the Guests of Honour • H. E. Robert Chatterton Dickson, Hon'ble High Commissioner, The British High Commission in Bangladesh • Dr. Shamsul Alam, Hon'ble State Minister, Ministry of Planning • Mr. Md. Shahriar Alam, MP Hon'ble State Minister, Ministry of Foreign Affairs • Dr. Kamal Uddin Ahmed, Chairman, National Human Rights Commission
	Address by the Chief Guest • Mr. Imran Ahmad, MP Hon'ble Minister, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment
15.00	**Vote of Thanks: Dr. C R Abrar, Executive Director, RMMRU**

Aims and Objectives

Background

Bangladesh, in recent years, has become a role model of development in the world. According to the World Bank, it has demonstrated successful ways to reduce poverty dramatically through unique innovations in human development, women's empowerment, and climate adaptation. Bangladesh's economic capacity is much better than that of any other Asian country and in 2022 it was the 35th largest economy with a GDP size of USD 460.8 billion.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) believes that migration is an important livelihood strategy for the poor to move out of poverty and a key tool for development. It has significantly contributed to the steady GDP growth of the country. In 2022 the country witnessed 11,35,873 migrant workers taking up overseas employment, surpassing all previous records. The remittance received was USD 21.28 billion. Over more than two decades, In addition to conducting policy research, RMMRU played a key role in policy advocacy, imparting training and grassroots mobilisation for establishing the rights of migrant workers. It has been a pioneer in launching media campaigns for raising awareness among migrants and members of their families as well as to highlight their contribution to broader society. RMMRU has been implementing innovative programmes to help migrants in accessing justice, developing informed migration systems including reintegration of returnees.

RMMRU has been working in close cooperation with the government. The Unit had the honour to prepare the primary draft of the Overseas Employment Policy 2006 at the request of the government. It also prepared the draft law of the Migration and Overseas Employment Act 2013 upon request from the Law Commission of Bangladesh. During the preparatory stage of the 6th and 7th Five Year Plans RMMRU actively advocated for higher budget allocation for the migration sector. RMMRU formulated Alternative Dispute Resolution Rules and recommended specific areas for amendment to the Overseas Employment and Migrantion Act 2013. Through evidence-based research on female migration RMMRU launched a campaign that ultimately led to the lifting of the ban on female migration. The Unit was instrumental in convincing the government for the ratification of 1990 UN Convention on Migrant Workers. The near monopoly of Western Union on remittance transfer to Bangladesh was also brought to an end largely on RMMRU's policy advocacy initiative.

The Award Ceremony

Complementing its policy and field actions, RMMRU has organised four national award ceremonies titled Shonar Manush Shommilon in 2009, 2011, 2018 and 2019 in which successful migrants, members of their families and their service providers were honoured with Shonar Manush Awards. It is a part of RMMRU's campaign and policy intervention for safe migration and better utilisation of remittances and encouraging the development of entrepreneurs. These programmes highlighted the role and acknowledged the contribution of migrants and left in-charge family members, especially women members of their families to the national economy and the role of service providers in the migration sector.

This year, RMMRU will highlight migrants' contribution in achieving the Sustainable Development Goals and the objectives of Global Compact for Migration. RMMRU will especially acknowledge the returnee labour migrants who have become entrepreneurs and contribute to the national economy. Efforts on reducing poverty through migration, on ensuring a safe environment for migrant workers, particularly the women migrant workers as well as reintegration of returnee migrants and entrepreneurship development will feature prominently in this years' Shommilon. Bangladesh's rich cultural heritage and the vibrant life of migrants will be featured in the cultural event of the Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2023.

Specific Objectives

- Recognising the best remittance utiliser migrant workers, women members of left behind family members and that of migration service providers.
- Addressing the challenges and opportunities in social and economic reintegration of returnee migrants and influencing policymakers to mitigate migrants' vulnerabilities.
- Policy advocacy for strengthening institutional capacity, accountability, and responsiveness of state institutions to protect migrants' rights and promote their interests.

Introducing Shonar Manush Shommanona 2023

Shonar Manush Shommanona

Bangladeshis who go abroad as short term contract workers mostly belong to semi-skilled and low-skilled categories. Despite facing numbers of challenges, many migrants have not only transformed the socio-economic conditions of their households, they have also contributed to the development of their respective communities, and created employment opportunities for others. They have significant impacts on poverty reduction and substantially contribute to the achievement of SDG- 2030. The country as a whole acknowledges the contribution of migrants to the national economy through their hard-earned remittances. They are indeed Shonar Manush (The Golden Son) of Bangladesh. RMMRU bestows Shonar Manush Shommanona on them to acknowledge their contribution. Migrants who send remittances through formal channels and invested a portion of their remittances for self-employment through developing entrepreneurship as well as generating more employment opportunities have been prioritised by being given such an award.

Shonar Manush Paribar Shommanona

The family member has a significant responsibility in figuring out how to use the remittances in the absence of the main breadwinner. The families who have managed remittances properly are said to be the best remittance users family. Many left-in-charge family members repay the loans of migration, purchase land or housing, ensure children's education and health care of elderly people. Moreover, many of them invested a good portion of the remittances in various productive ventures and entrepreneurial activities besides their daily livelihood activities. RMMRU selected those migrant family members who have established themselves as successful entrepreneurs and created job opportunities for others. This appears to be encouraging other migrant families to plan and invest in different income-generating activities. RMMRU has decided to bestow Shonar Manush Poribar Award to recognise their contribution in the socio-economic development of the family as well as in the country.

Shonar Manush Sheba Shommanona

Expatriates' Welfare Desk

Migration is one of the most important livelihood strategies for the people of Bangladesh. Every year an average seven to eight lakh people migrate for work. In order to extend migration related services to these large numbers of migrants, the Government has established Expatriates' Welfare Desk at three international airports in Bangladesh to provide all sorts of support to the migrants at the time of their departure and arrival. These desks collect and fill boarding cards, assist injured and sick migrant workers, receive the dead body and hand it over

to relatives, provide transportation and burial cost and offer service and benefits. This has significantly reduced the hardships that returned migrants used to face earlier. As appreciation to this effort RMMRU honours the WEWB as an institution, its leadership and contribution with Shonar Manush Bishesh Sheba Shommanona.

Grievance Management Committee (GMC)

Grievance Management Committee (GMC) is a model developed by RMMRU to resolve migration-related disputes at the local level. Through the locally led committee members, this mechanism reduces migrant workers' difficulties in accessing justice and resolving disputes effectively and satisfactorily. This committee plays a significant role as a platform to address migration related grievances in a transparent, credible and inclusive manner. It not only helps settle migration related grievances through mediation but also raises awareness, ensuring services like taking fingerprints, registering of migrants, making of passport, submitting online complaints, visa checking, receiving training from TTC etc. as part of referral services. As appreciation to this effort, RMMRU recognises the contribution of GMC through awarding the Shonar Mansuh Sheba Award.

Shonar Manush Bishesh Sheba Shommanona

Wage Earners' Welfare Board (WEWB)

In 1990, the Government of Bangladesh created the Wage Earners' Welfare Board (WEWB) under the Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment to provide assistance to the migrant workers and their family members abroad or at origin to reduce their distress. It is a welfare oriented institution which extends transparent and accountable welfare services to the migrant workers and their families through financial, emergency as well as reintegration support. The board relentlessly supports the migrant workers at every step of their migration journey. They also support the migrants through the labour Wing of Bangladesh Mission abroad as well. The WEWB has undertaken path-breaking decisions to reintegrate the returnee migrant workers during and after the COVID-19 period and has made enormous contributions to reduce the hardships of the returned migrants. As appreciation to this effort RMMRU honours the WEWB as an institution, its leadership and contribution with Shonar Manush Bishesh Sheba Shommanona Award.

যারা সোনার মানুষ সম্মাননা পেলেন

Recipients of Shonar Manush Shommanona

সোনার মানুষ মোঃ নাজমুল তালুকদার, টাঙ্গাইল

মোঃ নাজমুল তালুকদার টাঙ্গাইল জেলার শখিপুর ইউনিয়নের বয়লারপুর গ্রামের বাসিন্দা। উন্নত জীবনের আশায় ২০০৯ সালে একাউন্টিংএ অনার্স পড়বার সময় এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় দুবাই গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রোড এন্ড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটিতে (আরটিএ) তে প্রথমে ড্রাইভার ও পরবর্তীতে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেন। এর পাশাপাশি তিনি হাউজ রেন্টের ব্যবসাও করেন। বিদেশে যাবার প্রথম ১ বছর পর ১৫০ শতক জায়গাতে কাঠবাগান তৈরির জন্য বিনিয়োগ করেন। তার ৬ মাস পর ১৪০ শতক জায়গাতে লেবুর বাগান করেন। পরবর্তী ১ বছরের মধ্যে ৬৫ শতক, ৮০ শতক ও ৯০ শতক জায়গাতে তিনটি পুকুর খনন করে বিরাট মৎস্য খামার গড়ে তুলেন। প্রায় ৯ বছর বিদেশে থাকার পর তিনি দেশে ফিরে এসে লেবুর বাগান, মৎস্য খামার ও বিদেশ থেকে আয় করা টাকা দিয়ে একটি সরিষার তেলের কারখানা দেন। এরপর ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি গরু, মহিষের খামার দেন। তার খামারে বর্তমানে ১২ টি মহিষ ও ৫০ টি গরু আছে। একটি পেপার মিলের সাথে অংশীদারী ব্যবসা আছে তার। প্রায় ১২ বছর যাবত বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এখন তিনি ১৬২ জন লোকের কর্মসংস্থান করেছেন। এভাবে তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আবদান রাখছেন। তিনি বলেন “বিদেশে যাবার আগে আমার পরিবারের জমি ছিল কিন্তু জমিতে কাজ করবার জন্য কোন অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছিল না। আমার শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাকে দেখে অন্য অভিবাসীরাও যাতে শিখতে পারে সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি।” সততা, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তিনি আজ সফলতা অর্জন করেছেন যা অন্যান্য অভিবাসীর জন্য উদাহরণ। তিনি বাংলাদেশের একজন সোনার মানুষ।

Shonar Manush Md. Nazmul Talukdar, Tangail

Md. Nazmul Talukder is an inhabitant of Boilarpur village, Shakhipur union, Tangail. Longing for a better life, he went to Dubai in 2009 with the help of a relative while studying Honors in Accounting. There he worked in the Road and Transport Authority (RTA) first as a driver and later as a supervisor. Apart from this, he also started a business of house rent there. He invested in 150 decimal land for a wood orchard after his first one year of going abroad. After 6 months of that, he built a lemon orchard on 140 decimal place. After 1 year of building those orchards, he built big fish farms by digging three ponds in 65 decimal, 80 decimal and 90 decimal lands respectively. After staying abroad for almost 9 years, he returned home and started a mustard oil factory using the earned money from the fish farm, lemon and wood orchards as well as his earnings from abroad. Later, he took a loan from the bank and started a cattle farm business of cows and buffalos. Currently he has 12 buffaloes and 50 cows in his farm. He also has a partnership in a paper mill business. He created employment opportunities of 162 through his investment in various businesses for about 12 years. This is how he is contributing to social and economic development. He said, "Before going abroad, my family had land but we had no financial capacity to work on the land. I have established myself as a successful entrepreneur with my hardwork and investment. I am trying so that other migrant workers can learn from my experience.” He has achieved success today by working with honesty, hard work and dedication which is an example for other migrant workers. He is a Shonar Manush of Bangladesh.

সোনার মানুষ মোঃ নুরউদ্দিন আহম্মেদ, কুমিল্লা

মোঃ নুরউদ্দিন আহাম্মেদ দীর্ঘ ৬ বছর যাবৎ বাহরাইন ছিলেন এবং সেখানে প্রিন্টিং প্রেস কারখানায়, অপারেটর পদে কাজ করতেন। বিদেশে থাকাকালীন সময়ে আয়ের সিংহভাগ বৈধপথে দেশে পাঠান এবং বাকি অংশ নিজের একাউন্টে জমা রাখেন। নুরউদ্দিনের আয়ের টাকা দিয়ে প্রথমে তার ছোট ভাই গাভী পালন শুরু করেন, বর্তমানে তার খামারে ৩৮ টি গাভী আছে যার বর্তমান মুল্য ৩০ লক্ষ টাকা। ২০১০ সালে নুরউদ্দিন দেশে ফিরে এসে ১৬০০ বিঘা জমি নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন, বর্তমানে যার মুল্য ৩ কোটি টাকা। এছাড়াও জমিতে তিনি সবজি ও ফলের বাগান করেন, যার বর্তমান মুল্য ২ লক্ষ টাকা। এর পাশাপাশি ছাগল ও ভেড়া পালনের খামারও তিনি গড়ে তুলেন যেখানে বর্তমানে ১৮ টি ছাগল ও ১৩ টি ভেড়া আছে। খামারটির বর্তমান মুল্যমান ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তার একটি ফিড মিল রয়েছে যার বর্তমান মুল্য ১৭ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তিনি নিজের ব্যবসায়ের আয় থেকে ৫০ হাজার টাকা করে ব্যাংকে সঞ্চয় করেন। বর্তমানে তার প্রজেক্ট থেকে বার্ষিক আয় ২০ লক্ষ টাকা এবং এখানে তিনি ৩৮ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থান করেছেন।

Shonar Manush Md. Nuruddin Ahmed, Cumilla

Md. Nuruddin Ahmed from Cumilla's Daudkandi went to Bahrain and worked there for 6 years at a printing press as an operator. During his time abroad, he used to send a major portion of his earnings to Bangladesh through legal channels and he kept the rest of it in a bank account as savings. From his earned money, Nuruddin's brother started breeding cows in a farm and now his farm has 38 cows with the total value of BDT 30 lac. In 2010, Nuruddin returned to Bangladesh and started fish farming on 1600 Bigha land which is currently valued at BDT 3 Crore. He also started cultivating fruits and vegetables which are valued at approximately BDT 2 lac. Besides, he started another farm with 18 goats and 13 sheeps worth BDT 5 lac. Nuruddin has a feed meal as well with the value of BDT 17 lac. Moreover, he saves BDT 50,000 in the bank each month from his business's earnings. Nuruddin's annual income is BDT 20 lac and there are 38 employees working under him.

যারা সোনার মানুষ সম্মাননা পেলেন

Recipients of Shonar Manush Shommanona

সোনার মানুষ হাজী মোঃ সলিম উল্লাহ, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

হাজী মোঃ সলিম উল্লাহ ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ উপজেলার রুহিতপুর ইউনিয়নের সোনাকান্দা গ্রামের অধিবাসী। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি গ্রামের গরীব মানুষদের পাশে থাকবেন। উন্নত জীবন লাভের জন্য এক আত্মীয়ের মাধ্যমে তিনি ১৯৭৯ সালে সৌদি আরবে পাড়ি জমান। সেখানে শুরুতে হোটেলের বয় হিসাবে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে একটি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ক্যাটারিং-এর কাজ নেন। ১৯৮৮ সালে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। দেশে ফেরত এসে কৃষিকাজ করার জন্য তিনি ১১০০ শতাংশ জমি কিনেন এবং সেখানে কিছু জায়গায় পুকুর তৈরি করে মাছ চাষ করেন। তার মৎস্য খামার ও আবাদি জমিতে প্রায় ৩৫ জন কৃষক নিয়মিত কাজ করে থাকেন। গ্রামে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে ৪৩ শতক জমি কিনে সেখানে ৪ তলা বিশিষ্ট দাখিল মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত মদীনাতুল উলুম সোনাকান্দা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় বর্তমানে ৬২৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে। মাদ্রাসায় মোট ১৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ৪ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি ৫২ শতক জমির উপর তিনি সোনাকান্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে মোট ৬৫০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে এবং সেখানে ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ২ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া এলাকায় বাগে জান্নাত জামে মসজিদ নামে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকার দরিদ্র ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে তিনি তার প্রতিষ্ঠিত মার্কেটে ৩০টি দোকান বিনাভাড়ায় বরাদ্দ দিয়ে তাদের ব্যবসায় সহযোগিতা করেছেন। তিনি ৫ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে পাকা বাড়ি করেছেন। সেখানে একটি ফ্ল্যাটে নিজে থাকেন এবং অপরগুলি ভাড়া দেন। বর্তমানে তার ২ ছেলে এবং ২ মেয়ে। মেয়েদেরকে পড়ালেখা করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। এক ছেলে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিলেন এবং অপর ছেলে এমবিএ পড়বার জন্য বর্তমানে কানাডা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিদেশে কাজ করে দেশে ফিরে এসে তিনি সমাজের জন্য কিছু করতে পেরে নিজেকে সফল মনে করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন সোনার মানুষ।

Shonar Manush Haji Md. Salim Ullah Keraniganj, Dhaka

Haji Md. Salimullah is a resident of Sonakanda village, Ruhitpur, Dakshin Keraniganj, Dhaka. He is a brave and honourable freedom fighter. He dreamt of standing beside the poor people of his village. In 1979, he migrated to Saudi Arabia through a relative longing for a better life. At the beginning, he started working there as a hotel boy, but later took a catering job in a Chinese restaurant. In 1988, he returned to Bangladesh. He bought 1100 decimal farmland after his return and built ponds in some locations for fish farming. His fish farm and agricultural land employs 35 farmers on a regular basis. He bought 43 decimals land and built 4 storied Dakhil Madrasa on it with the intention of educating the children of the village. Currently, 625 students are enrolled in his established Madrasa named Madinatul Uloom Sonakanda Islamia Dakhil Madrasa and 19 female teachers and 4 office staff are working in the madrasa. He also built Sonakanda Secondary School on 52 decimals of land. There 650 students are enrolled in the secondary school and 12 teachers, including 2 office staff are working there. Moreover, he built a mosque named Baghe Jannat Jame Masjid. Keeping the poor people in mind, he allocated 30 shops from his market for free and supported the small

entrepreneurs. He built buildings on 5 storied foundations where in one of the flats he himself resides and rests are given rent. He has 2 sons and 2 daughters. He educated his girls and married them off. One son of his was in South Africa and the other son is currently preparing to go to Canada for MBA. After returning from abroad, he feels he is now ready to give back to society. He is Bangladesh's Shonar Manush".

যারা সোনার মানুষ সম্মাননা পেলেন

Recipient of Shonar Manush Paribar Shommanona

উম্মে হাবিবা (রুমা), অভিবাসী কর্মীর স্ত্রী, কালিহাতী, টাংগাইল

টাঙাইলের কালিহাতী উপজেলার অধিবাসী আবুল কালাম ২০০১ সালে তার স্ত্রী এবং বাবা-মাকে দেশে রেখে সৌদি আরবের একটি কফি শপে কাজ নিয়ে সেখানে যান। বিদেশ থেকে পাঠানো তার রেমিটেন্স দিয়ে উম্মে হাবিবা প্রথমে ৩২ লাখ টাকা খরচ করে ৮০ শতক কৃষি জমি ক্রয় করে ফসল ফলাতে থাকেন। ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে তিনি ৬০ শতকের আরেকটি জায়গায় মৎস্য চাষ শুরু করেন। পরবর্তীতে উম্মে হাবিবা ৬ লাখ টাকা দিয়ে ৪ টি গরু কিনেন ও পালন করতে থাকেন। ৩৫ লাখ টাকা দিয়ে টাঙ্গাইল শহরে ৬ শতক জায়গার উপর বাড়ি তৈরি করেন এবং ২২ লাখ টাকা খরচ করে আরও ৬ শতক জায়গা কিনেন। শ্বশুরের সাথে পরামর্শ করে কৃষি জমি আবাদের জন্য তিনি তিন লাখ টাকা দিয়ে একটি সেচ মেশিন কিনেন। পরিবারের সাথে পরামর্শ করে টাঙাইলের বালিয়াটা বাজারে ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে উম্মে হাবিবা একটি মার্কেট তৈরি করে দোকান ভাড়া দিয়েছেন। এগুলো ছাড়াও স্বামীর রেমিট্যান্সের টাকা ব্যবহার করে নতুনবাজারে ৭ শতক জায়গা কিনেন এবং অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করেন। তিনি ৬ লাখ টাকা দিয়ে একটি প্রাইভেট কার কিনে ভাড়া দেন। পাশাপাশি শাশুড়ি ও নিজে বেকারি আইটেম তৈরি করে অনলাইনে এবং অফলাইনে বিক্রি করেন এবং বাড়িতে নিজেরাই হাঁস মুরগি পালন করে বাজারজাত করেন। এগুলো ছাড়াও বাড়ির আঙ্গিনায় দেশীয় সবজি চাষ করে বাজারে বিক্রি করেন। কোন প্রকার ব্যাংক লোন না নিয়ে শুধুমাত্র পরিবার ও এলাকার গণ্যমান্যদের সাথে পরামর্শ করে উম্মে হাবিবা তার স্বামীর পাঠানো রেমিটেন্স দিয়ে ধীরে ধীরে ১৭ বছরে একজন সফল উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন। তিনি ইউনিয়ন বক সুপার ও উপজেলা কৃষি ও পশুপালন কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। তার স্বামীর রেমিট্যান্সের সঠিক ও সময়নুপোযোগী ব্যবহারে বিভিন্ন ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছেন ও বিনিয়োগ করেছেন। তার নানারকম ব্যবসায় ১১ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে ও তাদের পরিবারের সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। উম্মে হাবিবা তার চিন্তা বুদ্ধি ও স্বামীর পাঠানো রেমিট্যান্স এর সঠিক ব্যবহার করে শ্বশুর শাশুড়ি ও সন্তানদের নিয়ে সোনার সংসারে পরিণত করেছেন। তাকে অনুসরণ করে এলাকার নারী-পুরুষ সঠিক কাজে রেমিটেন্স বিনিয়োগ করে পরিবারিক সামাজিকভাবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছেন। তিনি এখন একজন সফল উদ্যোক্তা।

Umme Habiba (Ruma), Wife of Migrant Worker, Kalihati, Tangail

Abul Kalam, a resident of Kalihati upazila in Tangail, left his country and family and migrated to Saudi Arabia in 2001. He went there to work in a coffee shop. By using his sent remittance, Umme Habiba, his wife first spent BDT 32 lakh and bought 80 decimals of agricultural land to cultivate crops. At a cost of BDT 15 lakh in 60 decimals of land, she also started a fishery farm. Later, Umme Habiba bought 4 cows with BDT 6 lakh and started a cattle farm. Besides, she built a house with a cost of BDT 35 lakh on 6 decimals of land and also bought another 6 decimals of land at a cost of BDT 22 Lakhs in the Tangail city. In consultation with her father-in-law, she bought an irrigation machine spending BDT 3 lakh to cultivate the agricultural land. Also, discussing with her family, Umme Habiba built a market in Baliata Bazar of Tangail with a

cost of BDT 60 lakh and gave the shops for rent. She also invested her husband's remittances in different productive businesses as well as bought 7 decimals of land at Notun Bazar area in Tangail. She bought a private car as well with a cost of BDT 6 lakh for rent. Besides, she and her mother-in-law made bakery items and sold them online and offline. They also built a poultry farm at home and sold hens and chickens in the local market. In addition to those, they grow local vegetables in the home yard and sell them in the market. She successfully invests her husband's income in various businesses. Without taking any kind of bank loan, Umme Habiba gradually became a successful entrepreneur using remittances as capital. In this time period, she was in regular contact with Union Block Super, Upazila Agriculture Officer, Livestock Officer and other authorities'. It took her 17 years to be at this stage. By proper and timely utilisation of her husband's remittances she ensured employment for 11 people. Umme Habiba makes good use of her wisdom and the remittance. She is able to turn her family into an ideal one in her locality. Now in her community many people follow her and want to be like her. She is now a successful entrepreneur.

যারা সোনার মানুষ সম্মাননা পেলেন

Recipients of Shonar Manush Shommanona

শিউলি ইসলাম, অভিবাসী কর্মীর স্ত্রী, ময়মনসিংহ

২০০৬ সালে শিউলি ইসলামের স্বামী মোঃ সাইদুল ইসলাম স্পন্সর নিয়ে ইতালি যান। তিনি সেখানে প্রথমে কোম্পানির কাজে গেলেও পরবর্তীতে রেস্টুরেন্টে কুক হিসেবে কাজ শুরু করেন। শিউলি বিদেশ থেকে স্বামীর পাঠানো রেমিটেন্স সংসারের খরচ শেষে ব্যাংকে জমাতেন। ২০১১ সালে জমানো টাকা দিয়ে ৪টা গরু কিনে পালন শুরু করেন। লাভের দেখা পেলে ধীরে-ধীরে ফার্ম বড় করেন তিনি। এরপর গরুর ফার্মের লাভের টাকা ও তার স্বামীর পাঠানো রেমিটেন্স দিয়ে তিনি ২,০০০ লেয়ার মুরগির একটি শেড তৈরি করে মুরগি পালন শুরু করেন। মুরগির ডিম বিক্রয় করে ভাল লাভ পেলে তিনি অধিক লোক নিয়োগ করে ব্যবসা বড় করতে থাকেন এবং পাশাপাশি মাছের খামার শুরু করেন। একই ভাবে তিনি মাছ চাষেও সাফল্য পান। এভাবে তিনি মোট ১০ জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। শিউলি তার আয় এবং স্বামীর পাঠানো রেমিটেন্স দিয়ে টাঙ্গাইল শহরে একটি ফ্ল্যাটও ক্রয় করেছেন। তার দেবর যুব উন্নয়ন অফিস থেকে গরু ও মুরগি পালন এবং মাছ চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহন করে তা তাদের কর্মীদের শিখিয়েছেন। বর্তমানে শিউলির গরুর ফার্মে মোট ৪৫টি গরু রয়েছে এবং মুরগির ফার্মে রয়েছে ২,০০০ টি ডিম পাড়া মুরগি। এখন তিনি বাণিজ্যিকভাবে মাল্টা উৎপাদনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে শিউলির বার্ষিক আয় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে শিউলি তার পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও অবদান রাখছেন। শ্বশুর-শাশুড়িসহ নয় জনের যৌথ পরিবার শিউলির। তার বড় মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। স্বামীর পাঠানো রেমিট্যান্স সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করে বর্তমানে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা এবং তার পরিবার একটি সোনার মানুষের সুখী পরিবার।

Shiuly Akhter, Migrant's Wife, Mymensingh

Shiuly Akhter's husband Md. Saidul Islam went to Italy in 2006. Saidul Islam. She was born in Chanpur village of Bhaluka, Mymensingh. In Italy, Saidul Islam first went to work for a company but later found success working as a cook in a restaurant. After spending on family expenses and education of children Shiuli started to deposit the remaining remittance sent by her husband in the bank. In 2011 Shiuli started rearing 4 cows with her savings and slowly grew her farm. Using the profit from the cow farm and the remittances sent by her husband, she built a

2000-layer chicken shed and started raising chickens. Selling chicken eggs brought her incredible success. She then continued to expand her business by hiring more people in the farm and starting a fish farm in addition to the cattle and chicken farms.

Similarly, she got success in fish farming as well. Currently a total of 10 people work in her various farms on monthly salary. Shiuli purchased a flat in Tangail town with her earnings and remittances sent by her husband. Brother in law of Shiuli has received training in cow husbandry, chicken husbandry and fish farming from the Mymensingh Youth Development Office and has taught it to their workers.

Story of Grievance Management Committee (GMC)

Grievance Management Committee (GMC), Paikora, Tangail

The Grievance Management Committee (GMC) of Paikora consisting of 11 members was established in 2017 to settle migration related disputes at the local level. The committee is mainly responsible for providing legal services through mediation and retrieving money of the deceived migrant workers. From 2017 till 2023, the committee has received 171 complaints from affected migrants and their family members. Out of which 129 have been resolved. Through this committee’s intervention, a total of BDT 59,30,000 was recovered from the sub-agents and the recruiting agencies using a win-win approach. This committee supported about 55-60 children of the migrant family to receive scholarships, and 20-25 sick returnee migrants to get medical allowance. 40-45 dead bodies of deceased migrants have been brought back to the country and their families have received compensation through the support of this committee. Moreover, about 60-70 persons have received loan for migration and approximately 10-12 persons have received reintegration loan with the help of this GMC. Other services provided by the committee include: creating awareness on safe migration among community through miking, haat shobha, courtyard meeting, Jaari song etc.; assist in processing passports and other documents, checking visa and contracts, registration and smart card related support, lodging online complaints and following up with the BMET to get the compensation, helping returnee and aspirant migrant in receiving skills training from the TTC, raising awareness on sending money through legal channel, etc. Also, during COVID period those who returned home food and legal aid along with quarantine facilities were provided by this GMC.

The specialty of this committee is helping both the complainant and the defendant in arriving at a mutually acceptable solution on one hand and maintaining social harmony in the concerned community on the other. RMMRU is awarding GMC Paikora with the Shonar Manush Sheba Award, 2023 for its unique method of dispute settlement and ensuring access to justice locally as well.

যারা সোনার মানুষ সম্মাননা পেলেন

Shonar Manush Bishesh Sheba Shommanona

Wage Earners' Welfare Board (WEWB)

In 1990, the Government of Bangladesh created the Wage Earners' Welfare Board (WEWB) under the Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment to provide assistance to the migrant workers and their family members abroad or at origin to reduce their distress. It is a welfare oriented institution which extends transparent and accountable welfare services to the migrant workers and their families through financial, emergency as well as reintegration support. It works relentlessly to support the migrant workers from the moment they reach at the airport to afterwards regarding burial costs, death compensation, financial assistance for illness, safe home and ambulance services, scholarship for migrant household children, legal assistance, bringing back the dead body of the migrant workers from abroad etc. The Board also helps the Labour Wing of Bangladesh Mission abroad to provide legal assistance to the migrant workers abroad. Over the last couple of years the WEWB has undertaken important decisions to achieve sustainable improvements in ensuring the short and long term reintegration aspects especially during the time of COVID-19 period. WEWB has given financial assistance to 1510 migrant workers for medical treatments from 2010 to present which amounts to BDT 144.23 million. From January 2022 to February 2023, it has supported 1349 deceased migrant workers' families by supporting to receive BDT 900.12 million as death compensation/regular dues/insurance/ service benefits. This has significantly reduced the hardships that returned migrants used to face earlier. As appreciation to this effort RMMRU honours the WEWB as an institution, its leadership and contribution with Shonar Manush Bishesh Sheba Shommanona.

The Organiser

Refugee and Migratory Movements Research Unit

The Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) was established in 1995. Since then, RMMRU has been engaged in evidence-based research and policy advocacy on labour migration and rights of refugees, displaced and vulnerable people. It also works for promoting human rights and good governance through training, media campaigns and grassroots intervention. Over the years, RMMRU has produced more than 100 basic researches. Its books, monographs, research papers along with advocacy work contributed to policy changes towards securing the rights of migrant workers.

Pioneer in Primary Research on Migration

RMMRU research contributed to evidence-based policy change. These include female labour migration, remittances of migrant workers and microfinance institutions in Bangladesh, institutionalisation of Diaspora connectivity, role of dual/ multiple citizenship in encouraging Diaspora investment in the home country, decent work, migration in national development strategies, climate change adaptation and migration, impact of migration on poverty and development, climate change related migration in Chittagong Hill Tracts, informality in recruitment, decentralisation of migration governance, social exclusion and migration, lack of citizenship rights of the camp-based Urdu speaking community, plight of Rohingya refugees and maritime migration through the Bay of Bengal. In recent years RMMRU conducted research on middleman, decentralisation on DEMO services and prepared strategy document for BOESL, WEWB and developed an arbitration model for BAIRA, and a draft of the Alternative Dispute Resolution Rules, identified challenges of PKB for disbursing emergency reintegration fund, developed market-oriented business models and conducted a research on the death of women migrant workers in the destination countries.

Major engagement in Policy Advocacy

RMMRU's research and advocacy on female international labour migration contributed to the withdrawal of the ban on migration of unskilled women. In 2001, RMMRU in collaboration with the civil society and the private sector prepared a policy document to streamline labour recruitment from Bangladesh. In 2003, following extensive RMMRU research and advocacy on female migration, the newly-created Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment (MoEWOE) brought in changes in the female labour migration policy allowing unskilled or semi-skilled women to migrate for the first time. It has conducted a study on the 'death of women migrant workers in destination countries'. RMMRU prepared the drafts of the Overseas

Employment Policy 2006 and the Overseas Employment and Migrants Act 2013 for the government of Bangladesh. In 2021, it also played an active role in presenting CSO's views and spoke in favour of the migrant workers on amending the OEMA 2013. The Unit played an important role in highlighting the role of migration in the preparation of the 6th Five Year Plan. Through research and relentless advocacy RMMRU has successfully articulated the position that migration can be an important climate change adaptation strategy. RMMRU's research on the role of middleman created a space to advocate for a fairer recruitment system to regularise sub-agents in the migration process. For the first time RMMRU produced a 6000 household panel data for the observation of the impact of migration on transformation to sustainability, poverty and development. It has developed 12 market oriented business models for the returnee migrants. The Unit also conducted a research on identifying challenges in disbursing reintegration loan of Probashi Kallyan Bank (PKB) among returnees after outbreak of Covid-19. It also conducted study and policy advocacy on Wage Theft and Arbitrary Return of Bangladeshi migrants in the aftermath of the COVID- 19 pandemic.

RMMRU's Innovation and collaborative approach

The programmes of RMMRU have been designed innovatively through partnership and collaboration with various government and non-governmental organisations. Major initiatives among these are organising Shonar Manush Shommilon and media advocacy through Obhibashir Adalot (Migrants' Court) of which so far 98 episodes were aired presenting the real stories of the migrant workers at a live TV programme. RMMRU also drafted the Action Plan to implement the National Strategy on Internal Displacement Management adopted by the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) and supported the establishment of joint Legal Support Cell hotline at BMET, and regularly conducts pre-departure orientation training at TTCs. It also set up an emergency support centre for female migrants. It is the pioneer organisation to launch national media campaign on safe migration, and formed Migrant Rights Protection Committees (MRPC) at the union level providing services, and Migration Mediation Committee (MMC) at the grassroots level. In several locations it established information and service booths at the DEMO offices and Union Porishods. It also helped set up the online complaint registration system of BMET and the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

Field based programme

RMMRU is also engaged in field level interventions to raise awareness among the migrant community of their rights and ensuring services. RMMRU developed the Migration Mediation Model to ensure access to justice at grassroots level. It also formed Community Groups for migration services to avail government services at the grassroots level. Through partner NGOs and Migrant Rights Protection Committees RMMRU ensures that migrants receive the services that various government and private agencies offer. The MRPCs run awareness campaign programmes, offer facilitation services on checking visa and issuance of passports for departing migrants and accessing bank loans. It links members of deceased or injured migrants with local DEMO, WEWB offices to secure compensation and other services.

Current major activities in field involves strengthening and informing the migration system, expending safe migration information through using mobile application, support to achieve economic resilience and social cohesion of the returnee migrants in their communities and help them to be reintegrated. These activities are taking place in 17 districts and 52 Unions. More than three crore migrant returnees, men, women and families have been receiving benefits from these projects over the last 5 years.